নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপাত্র

জুন ২০০৩

সম্পাদকীয় গত ১১ মে গোটা পশ্চিমবাংলায় আঠারোটি জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত হল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। জেলা পরিষদ, ব্লক পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে আটান্ন হাজারেরও বেশি আসনে গ্রামোন্নয়নের কাজের বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের হাতে আরো বেশি ক্ষমতা তুলে দেবার উদ্দেশ্যে এই নির্বাচন। নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে প্রায় চল্লিশ ভাগই হবেন মহিলা । ১৯৯৩ সালে সারা দেশে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের প্রতিস্তরে শতকরা ৩৩% আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত হয়;এবং পশ্চিমবঙ্গে সেই বছরেই যে পঞ্চায়েতে নির্বাচন হয় তাতে এই নতুন আইনকে কার্যকরী করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যেখানে পঞ্চায়েত মেয়েরা শতকরা ৩৩% আসনে নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও মেয়েদের নির্বাচিত হওয়া অনেক বেড়ে গেছে, শুধু তাই নয়, পদাধিকারীদের মধ্যে অনুরূপ সংরক্ষণের ফলে তাঁদের মধ্যেও মেয়েদের সংখ্যা আজ অনেক বেশি। জেলা পরিষদের ৬ জন সভাধিপতি বর্তমানে মহিলা, এছাড়া ১ জন আছেন অসংরক্ষিত আসনে। তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত।

পঞ্চায়েতে নতুন নির্বাচিত হয়ে গ্রামবাংলার যে মেয়েরা এই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কর্মক্ষেত্রেই নিজেদের দক্ষতা তাঁরা প্রমাণ করবেন এই আশা পোষণ করছি। মেয়ে হলেই যে একজন পঞ্চায়েত সদস্য একজন পুরুষেরা চাইতে অধিকতর দক্ষ বা সৎ বা নিবেদিতপ্রাণ হবেন, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। যে সমাজে আমরা বাস করি সেকানে একজন নারীর মধ্যে কর্মতৎপরতা বা সততার অভাব ততটাই থাকা সম্ভব,যতটা থাকা সম্ভব একজন পুরুষের মধ্যে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, যে একজন নারী-সদস্য যদি তাঁর নির্দিষ্ট কাজটা করতে সক্ষম না হন তাহলেই তাঁর দিকে আঙুল বাড়িয়েসবাই বলতে থাকে যে মেয়েদের কোনো কাজ দিলে এরকমই হয়। হাজার হাজার মহিলা - যাঁরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে, সমাজের ও পরিবারের ভ্রূকুটি আগ্রহ্য করে, অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কাজ শিখে কাজ করে যাচ্ছেন - তাঁদের কথা তখন যেন সবাই ভুলে যান। তাই একজন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের পক্ষে দক্ষ ও কর্মতাৎপর হবার দায়িত্বটা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে পারিবারিক সামাজিক ও প্রশাসনিক যে বাধাগুলি সচরাচর থাকে তার সমাধানের জন্য এবং তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য যা যা সাহায্য প্রয়োজন, প্রশাসন এবং সমাজের পক্ষ থেকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার নানাধরণের প্রশিক্ষণের উদ্যোগও নিয়ে থাকেন পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য । কিন্তু আরো পরিকল্পিত, নিবিড় ও লাগাতার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে । তাহলে মহিলারা পঞ্চায়েতের কাজে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

একজন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যকে যে কেবলমাত্র তাঁর এলাকার মহিলাদের সমস্যার কথাই বাবতে হবে তা নয়। যিনি এলাকার জনপ্রতিনিধি তিনি সকলেরই প্রতিনিধি এবং সকলের সমস্যা নিয়েই যদি তাঁকে কাজ করতে হয়, তাহলে তাঁকে যে কোনো সময়ে এলাকার যে কোনো জায়াগায় যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশে যদি মেয়েদের নিরাপত্তার অনুকূলে না হয়, তাহলেও পঞ্চায়েত সদস্যের কাজ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া জনপ্রতিনিধি বলেই রাজনৈতিক বা ধর্মীয় রং নির্বিশেষে যে কোনো নির্যাতিতা মহিলার পাশে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ যে নিরাপত্তা তাঁর নিজের কাজকর্মের জন্যও দরকার, সেই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিজের নির্ভীক সক্রিয়তার মাধ্যমে তাঁকেও লড়াতে হবে।

ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা তথা মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যরাও অধিকতর নিরাপদ। নারীনির্যাতনের সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে, বিশেষত পঞ্চায়েত

নির্বাচনের আগের দু'এক মাসে, কয়েকটি জেলার কিছু এলাকায় সমাজবিরোধীদের তৎপরতা বেড়েছে, অশান্তির হওয়া বয়েছে এবং এই পরিবেশে নারী নির্যাতনের কিছু ঘটনাও আমাদের চোখের সামনে উঠে এসেছে, যেগুলি হয়তো অন্য সময়ে প্রচার মাধ্যমে এত জায়গা পেত না। এধরনের ঘটনা যে বেশি করে প্রচার মাধ্যমে উঠে আসছে, এটা ভালো, কারণ তাহলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক অশান্তির ফলে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে যাওয়া যতটা খারাপ, ততটাই খারাপ প্রচারসর্বস্বতার তাগিদে বা রাজনৈতিক স্বার্থে এধরনের ঘটনার ব্যবহার। এতে নির্যাতিতার আরো অসুবিধা ঘটে। এধরনের ঘটনায় মহিলা কমিশন যথাসাধ্য নিজস্ব তদন্ত করছে, এবং সকল রাজনৈতিক দলের কাছেই দাবি করছে এধরনের ঘটনা রোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার জন্য।

রাজ্য মহিলা কমিশনের কাজকর্ম : এপ্রিল - জুন' ২০০৩

নদিয়া জেলা পরিদর্শন

৫-৬ এপ্রিল ২০০৩ সভানেত্রী যশোধরা বাগচীসহ কমিশনের সকল সদস্যগণ নদিয়া জেলা পরিদর্শন কর্মসূচিতে যোগ দেন। প্রথম দিন জেলাশাসকের সেমিনার হলে জেলার সরকারি প্রশাসন, আইন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা দপ্তর ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক সহ, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, স্কুল শিক্ষিকা, মহিলা সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় মেয়েদের সমস্যা এবং তার সমাধানের ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়। নারী নিগ্রহের কেস নেবার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক গাফিলতি, যৌতুক প্রতিষেধ কমিটি গুলিকে সক্রিয় করার সমস্যা ও জন্মনিবন্ধীকরণে দেরির সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিনে প্রশাসন, মহিলা সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে নিয়ে আইনি সচেতনতার উপর একটি কর্ম শালা অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণনগর সংশোধনাগার পরিদর্শন

৫ এপ্রিল ২০০৩ কমিশনের সভানেত্রী যশোধরা বাগচীর নেতৃত্বে সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সদস্যা গৈরিকা ঘোষ, ভারতী মুৎসুদ্দি, ভগবতী মন্ডল ও সদস্য সচিব বিন্দু জুৎসি কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারে মহিলা বন্দিনীদের আবাসস্থল ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এই সংশোধনাগারের পরিবেশ, মহিলা বন্দী আবাসের পুরাতন ভাঙাবস্থা, শৌচাগারের অপ্রতুলতা, শৌচাগার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা একই সেলের মধ্যে হওয়া ইত্যাদি দেখে কমিশন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। যে কোনো সময় বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবিলম্বে বন্দিশালার সংস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া পরিস্রুত পানীয় জল ও উপযুক্ত শয্যাদ্রব্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

মহিলা কমিশনের কয়েকটি সরেজমিন তদন্ত

গত কয়েকমাস নারী নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনায় মহিলা কমিশনের সদস্যরা সরেজমিন তদন্ত করতে যান। উত্তর ২৪ পরগণার ফাজিলপুরে বিরাটি কলেজের ছাত্রী জাহানার নৃশংস হত্যাকান্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গত ১৩ এপ্রিল সেখানে যান রমা দাস, শ্যামশ্রী দাস, ভারতী মুৎসুদ্দি ও গৈরিকা ঘোষ। পুলিশ যথোপযুক্ত ধারায় কেস করেছে এবং অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়েছে বলে তাঁরা জানতে পারেন। ঐ জেলারই নীলগঞ্জে দিনমজুর হিসাবে কর্মরতা শান্তি বিশ্বাসকে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানোর ঘটনায় সদসরা ঐ একই দিনে বারাসত থানায় খোঁজখবর করেন এবং পুলিশ বিষয়টি নিয়ে কতদূর কী করেছে সেই সংবাদ নেন। মধ্যমগ্রামে গৃহপরিচারিকার কাজে নিযুক্ত ১৪ বছরের শ্যামা দাস গৃহকর্তার দাদার হাতে যৌন উৎপীড়নের শিকার হবার যে অভিযোগ এনেছিল, ঐ দিন মহিলা কমিশনের সদস্যরা শ্যামা দাসের বাড়িতে ও তার মনিবের বাড়িতে গিয়ে তার তদন্ত করেন। পুলিশ বর্তমানে ঐ নালিশের ভিত্তিতে কেস করছে।

মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে মেয়েদের ওপর স্থানীয় মাফিয়াদের উৎপাতের কিছু খবর পেয়ে গত ১৮ এপ্রিল মহিলা কমিশনের সদস্যাগণ সভানেত্রীসহ সেখানে যান। মূল অভিযোগকারিণী চন্দ্রবালা যাদব ছাড়াও আরও প্রায় ২৫ - ৩০ জন মহিলা স্থানীয় একটি স্কুলবাড়িতে জমায়েত হন এবং এলাকায় সমাজবিরোধীরা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে সে বিষয়ে বিবৃতি

দেন। নারীনির্যাতনের প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশের একাংশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও তাঁরা করেন। সদস্যরা মেটিয়াবুরুজ থানায় গিয়ে অভিযোগগুলির কপি ও.সির কাছে জমা দেন। বিষয়টি নিয়ে এস.পির সঙ্গে একটি আলোচনা করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৯মে মহিলা কমিশনের সদস্যরা উত্তর ২৪ পরগণার আরো দুটি ঘটনার সূত্রে সেখানে নিজস্ব তদন্তের জন্য যান। আমডাঙায় তাসলিমা খাতুন নামে ১৯-২০ বছরের একটি মেয়ে নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটি সম্বন্ধে তাঁরা খোঁজখবর নেন এবং দোষীদের চিহ্নিত করার ব্যপারে প্রশাসনের তৎপরতা দাবি করেন। অন্যদিকে বসিরহাটের একটি বাড়িতে ডাকাতির সময় এক গৃহবধূর ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা সম্বন্ধেও তাঁরা খোঁজখবর নেন। এছাড়া যথাক্রমে ৪মে এবং ২ জুন তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় এবং নদিয়ার কুচিয়ামোড়া ও হুমনিয়াপোতায় যাওয়া হয়। গোয়ালতোড়ে কন্যাযাত্রীদের বাস থামিয়ে লুটপাট এবং নাবালিকাদের ওপর যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ছিল। নিগৃহীতাদের সঙ্গে কথা বলে কমিশনের সদস্যরা এবিষয়ে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তারও খবর নেন। কুচিয়ামোড়া ও হুমনিয়াপোতায় তাঁরা যান ধানতলা-আইসমালির ঘটনায় পুলিশি তদন্ত কতদূরে এগোল তার খোঁজ নিতে। উভয় ঘটনাতে কমিশনের সদস্যরা জানতে পারেন, নানা সংস্থা, দল ও প্রচারমাধ্যম বারাবার এলাকায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ নেবার চেষ্টা করায় পরিবারগুলি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সমস্যা সমাধানের চেষ্টার বদলে প্রচারসর্বস্বতা পরিস্থিতিকে জটিলতর করেছে। নিগৃহীতা মেয়েদের নিরাপত্তা বা পুনর্বাসন দেবার কাজ এতে বিঘ্নিত হচ্ছে। কমিশন মনে করে এধরনের ঘটনাকে দলীয়, সংস্থাগত বা প্রচারমূলক স্বার্থে লাগানো নিন্দনীয়।

জেল পরিদর্শন

২৫.৫.০৩ রাজ্য মহিলা কমিশনের একটি দল দমদম সেন্ট্রাল জেল পরিদর্শনে যায়, এখানে অংশগ্রহণ করেন সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্য-সচিব বিন্দু জুৎসি, সদস্য সর্বাণী ভট্টাচার্য, ভগবতী মন্ডল , ভারতী মুৎসুদ্দি। দমদম জেলে মহিলা বন্দীদের জন্য নতুন করে আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মহিলা কমিশনের সদস্যরা ঐ জায়গাটি পরিদর্শন করেন। তাঁরা সুপারিশ করেন সেখানে যাতে মোটামুটি ১৫০ জনের থাকার ব্যবস্থা হয় এবং বন্দিনীদের জন্য কর্মপ্রশিক্ষণের সুযোগ থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনী পরামর্শদান কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনী পরামর্শদান কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে নিম্নলিখিত কেসগুলির সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে।

(১) শ্রীমতি রঞ্জিতা রায় ভুলবোঝাবুঝির কারণে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হন। কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এখন একত্রে দাম্পত্য জীবনযাপনে আগ্রহী। বর্তমানে উভয়ে সংসার করছেন এবং কমিশন নিয়মিত তাঁদের খবরাখবর রাখছে।

(২) শ্রীমতি প্রণতি ব্যানার্জি তাঁর স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হন গত ১৯৯৩-২০০৩ অবধি। কিন্তু নোয়াপাড়া থানা স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। স্বামী বর্তমানে থাকছেন চুঁচুড়া থানা এলাকায়। কমিশনের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জ্ঞাত করা হয় এবং বর্তমানে থাকছেন চুঁচুড়া থানা এলাকায়। কমিশনের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জ্ঞাত করা হয় এবং বর্তমানে নোয়াপাড়া থানা পুনরায় স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছেন।

(৩) এক বছরের নাবালিকা (নাম গোপন রাখা হল) কন্যা তার কাকার দ্বারা ধর্ষিতা হয় এবং পরে হাসপাতালে মারা যায়। কমিশন কলিকাতা পুলিশের সাহায্যে অভিযুক্তের কাস্টডি ট্রায়ালের ব্যবস্থা করেছেন এবং উক্ত মামলা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।

প্রি-ন্যাটাল ডায়গোনস্টিক টেকনিক্স (রেগুলেশন অ্যান্ড প্রিভেনশন অব মিসইউজ) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট

গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও গর্ভপাত দ্বারা কন্যা-ভ্রূণ হত্যাকে নিবারণ করার জন্য ১৯৯৪ সালে প্রণীত হয় প্রি-ন্যাটাল ডায়গোনস্টিক টেকনিক্স (রেগুলেশন অ্যান্ড প্রিভেনসন অব মিসইউজ) অ্যাক্ট। ওই আইন ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে। উক্ত আইন প্রণীত হবার ফলে খোলাখুলি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বহুলাংশে নির্ধারিত হয়। কিন্তু কন্যাসন্তানকে অবাঞ্ছিত মনে করার দীর্ঘদিনের মানসিকতা রয়েই যায়।

ইতিমধ্যে সংবাদপত্র একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যার মূল বক্তব্য হলো গর্ভসঞ্চারের সময়ই গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্বাচিত করা যাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নতুন পদ্ধতি দ্বারা। স্বাভাবিকভাবেই এই বিজ্ঞাপনটির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদ ও আন্দোলন। দাবি ওঠে এ ধরণের পদ্ধতিকেও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন, বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও মহিলা সংগঠনগুলির দাবি অনুযায়ী সংশোধিত হয় ১৯৯৪ সালে প্রণীত প্রি-ন্যাটাল ডায়গোনস্টিক টেকনিকস্ (রেগুলেশন অ্যান্ড প্রিভেনশন অব মিসইউজ) অ্যাক্ট। সংশোধিত আইনটিতে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণ নিষিদ্ধ করা হলো। উপরোক্ত সংশোধিত পি.এন.ডি.টি. আইনটিতে যে উল্লেখযোগ্য সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু উল্লেখ করছি :

ওই আইনের ২ (আই) ধারাতে বলা হয়েছে যদি কোনও গাইনিকলোজিকাল অথবা মেডিকেল পদ্ধতি, যেমন কিনা আলট্রাসোনোগ্রাফি, ফোটোস্কোপি ইত্যাদি দ্বারা, এবং গর্ভসঞ্চারের আগে অথবা পরে, কোনো পুরুষ বা নারীর অন্য কোনও টিস্যু অথবা ফ্লুয়িডের নমুনা নিয়ে, জেনেটিক ল্যাবরেটরি অথবা জেনেটিক ক্লিনিকে প্রি-ন্যাটাল ডায়গোনস্টিক পরীক্ষা দ্বারা গর্ভধারণের আগে অথবা পরে, লিঙ্গ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তবে সেই পদ্ধতি সমূহ প্রি-ন্যাটাল ডায়গোনস্টিক পদ্ধতি বলে অভিহিত হবে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ যে সকল সংযোজন উক্ত আইনে করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে 'লিঙ্গ নির্বাচনের' সংজ্ঞা। যে কোনও পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা পরীক্ষা যা ভ্রূণ একটি বিশেষ লিঙ্গভুক্ত হবে সেই নিশ্চয়তা অথবা সম্ভবনা সুনিশ্চিত করবে সেই পদ্ধতি, পক্রিয়া অথবা পরীক্ষা 'লিঙ্গ নির্বাচনের' সংজ্ঞাভুক্ত হবে। মূল আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে কোনও ব্যক্তি, কোনও বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষজ্ঞদের কোনও দল গর্ভধারণের পূর্বে প্রয়োগ করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্বাচন করার পদ্ধতি নারী অথবা পুরুষের উপরে প্রয়োগ করে ভ্রূণের লিঙ্গনির্বাচন করবেন না। ৩(খ) ধারা অনুসারে এই, আইনে নিবন্ধীকৃত নয় এমন কোন জেনেটিক কাউন্সেলিং সেন্টার, জেনেটিক ল্যাবরেটরি অথবা ক্লিনিক অথবা কোনো ব্যক্তিকে কেউ কোনও আলট্রাসাউন্ড মেশিন, ইমেজিং মেশিন, স্ক্যানার অথবা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে পারে এমন অন্য কোনও মেশিন বিক্রয় করতে পারবেন না।

সংশোধিত আইনের ২২(১) ও ২২(২) ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে কোনও ব্যক্তি অথবা 'সংস্থা' অথবা জেনেটিক কাউন্সেলিং সেন্টার, জেনেটিক ল্যাবরেটরি অথবা জেনেটিক ক্লিনিক ল্যাবরেটরি অথবা কেন্দ্র, যেখানে আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন, ইমেজিং মেশিন বা স্ক্যানার অন্তর্ভুক্ত, ভ্রূণের লিঙ্গসঞ্চারের পূর্বে অথবা গর্ভসঞ্চারের পূর্বে লিঙ্গ নির্বাচন সংক্রান্ত কোনওরকম প্রচার করতে পারবেন না।

উক্ত আইনের ২২(৩) ধারা অনুযায়ী ২২(১) ও (২) ধারাকে লঙ্ঘন করলে দোষীর ৩ বৎসর অবধি কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অবধি জরিমানা হবে।

সংশোধিত আইনের ২৩(২) ধারায় বলা হয়েছে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রথমবার অপরাধীর ক্ষেত্রে যদি আদালত দ্বারা চার্জ গঠন করা হয়, তবে যতক্ষণ না মামলাটির নিষ্পত্তি হবে ততদিন অবধি ''অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি'' রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের নিকট নিবন্ধীকৃত নাম পাঠিয়ে তার রেজিস্ট্রেশান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা সহ অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। যদি উক্ত চিকিৎসক দোষী সাব্যস্ত হন তবে তাঁর নাম রেজিস্ট্রার থেকে প্রথম অপরাধের জন্য পাঁচ বৎসরের এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য বারাবরের জন্য অপসারণ করা হবে। এ ছাড়া ২২(৩) ধারায় বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি ৪(২) ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে গর্ভসঞ্চারের পূর্বে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্বাচন অথবা গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণ করার জন্য জেনেটিক কাউন্সেলিং সেন্টার, জেনেটিক ল্যাবরেটরি, ক্লিনিক অথবা ওই ধারায় বর্ণিত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেন, তবে প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে সাজা হবে তিন বছর অবধি কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ

হাজার টাকা অবধি জরিমানা এবং পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের কারাদন্ড এবং এক লাখ টাকা অবধি জরিমানা।

ভারতী মুৎসুদ্দি

গার্হস্থ্য হিংসা বনাম বিশ্বায়ন

সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে গার্হস্থ্য জীবনে নারী-নির্যাতন। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই বিশ্বায়নের যুগে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে নারীর অবস্থিতি আজ কোথায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক সামাজিক পরিকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে যে পুঁজিবাদী বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভোগবাদ বা বিলাসবাদ বিশ্বায়নের হাওয়ায়। শ্রেণীবৈষম্য ও লিঙ্গ বৈষম্য ও তার সঙ্গে পুরষ প্রধান বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী ছিল ব্যক্তিগত ভোগের সম্পত্তি। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক সর্বক্ষেত্রেই তারা বঞ্চিত , নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হয়ে চলেছে , বিশ্বায়নের ধুয়ায় যুক্ত হয়েছে আর এক নতুন মাত্রা, নারীকে নগ্ন করে বিকিকিনির বাজারে পণ্য করা, পুরুষের লালসা, ভোগবাদ চরিতার্থ করার জন্য নারীকে হাতিয়ার করা। ১৮৮৯ সালে সিডো কনভেনশান থেকে নারীরক্ষা সংক্রান্ত আইনের প্রস্তাব উঠে আসার সাথে সাথে পারিবারিক হিংসা বা নির্যাতনের চরিত্র বদলাতে থাকে। শারীরিক নির্যাতনের সঙ্গে মিশেল হয় মানসিক অত্যাচার যা ক্রমে শারীরিক অত্যাচারকে ঢেকে দিয়ে সূক্ষ্মস্তরে মানসিক যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়।

কখনও নারীর কৃষ্টি শিক্ষাকে অবদমিত করে অস্বীকার করে অপমানিত করে বাধ্য করে নারীকে ঘর ছাড়তে আবার কখনও নারী বাধ্য হয় গৃহকোণে নিজেকে গুটিয়ে মানসিক রোগাক্রান্ত হতে। নারীকে স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর্থ-সামাজিক দায় আর সেই অবসরে পুরুষ তার বিলাস ও লালসা চরিতার্থ করে চলেছে নারীকে ভোগ্য ও পণ্য করে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সব দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নারীসমাজের উপর, প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত হরমোনের বোঝা চাপিয়ে নারীকে বিভিন্ন ব্যাধির শিকার করে তোলা হচ্ছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন এইভাবেই বহুজাতিক সংস্থার লভ্যাংশ গুনতে নারীকে হাতিয়ার করে নিচ্ছে। নারীর সার্বিক ধ্বংসের বিনিময়েও। বিশ্বায়নের চাপে মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক। সামনে বাজি ধরে চলেছে শিশুদের হাতিয়ার করে ইঁদুর দৌড়, যাতে শিশুদের উপর চেপে বসেছে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের খাঁড়া।যা শিশুমনের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে ব্যাহত করে মানুষকে পরিনত করেছে যন্ত্রে।

রমা দাস

মহিলা কমিশনের পাঠাগারে কিছু নতুন বই

1. Bhavanani, Kumkum, ed. Feminism and Race. - New Delhi : O.U.P., 2001.
2. Bhadra, Mita, ed. Girl Child in Indian Society - Jaipur : Rawat, 1999
3. Ife, Jim. Human Rights and Social Work : Towards Rights based Practice. - U.K. : Cambridge Univ. Press, 2001.
4. Kannabiran, Vasanth and Kannabiran, Kalpana. Womanscape- Secunderabad : Asmita Resource Centre for Women, 2001.
5. Dasgupta, Statadal, Caste Kinship and Community : Social System of a Bengal Caste - Hyderabad : University Press, 1986.
6. Sommea, John G. Empowering the Oppressed : Grassroots Advocacy Movements in India - New Delhi : Sage, 2001.
7. Naravane, Vishwanath S. Sarojini Naidu. An Introduction to Her Life, Work and Poetry. - New Delhi : Orient Longman, 1980.

8. Dayal, Mala, ed. Towards Securer Lives : SEWA's Social Security Programme - New Delhi : Ravi Dayal Publisher, 2001.

9. Malhotra, Anshu. Gender, Caste, and Religious Identities: Restructuring Class in Colonial Punjab. - New York : O.U.P., 2002.

10. Lemoncheck, Linda and sterba, James P. ed. Sexual Harassment : Issues and Answers. New York : O.U.P. 2001.

11. Wyer, Mary......et al, ed. Women Science and Technology : A Reader in Feminist Science Studies - New York : Routledge, 2001.

12. Prior, Pauline M, ed. Gender and Mental Health - New York : New York Univ. Press, 1999.

13. Roberts, Elizabeth, Women's Work 1840-1940 - New York ; ambridge Univ.Press, 1998.

14. Chandrasekhar, CP and Tilak, ed. India's Socio-economic Database : Surveys of Selected Areas. - New Delhi : Tulika, 2001.

15. Viruru, Radhika. Early Childhood Education : Postcolonial Perspectives from India. - New Delhi : Sage, 2001.

16. Joshi, Uma. Textbook of Mass Communication and Media - New Delhi : Anmol, 1999.

17. Manchanda, Rita, ed. Women, War and Peace in South Asia : Beyond Victimhood to Agency. - New Delhi : Sage, 2001.

18. অরুনা মুখোপাধ্যায়, নারীর স্বাধিকার : নারীর অধিকার সংক্রান্ত অধুনা সকল আইনসমূহ ও সুপ্রীম কোর্টের রায় সন্নিবেশিত, কলকাতা : গ্রাফিক, ২০০১।

19. Siddiqui, G.A. Fertility Stutus of Women. - New Delhi : Mohit, 2001.

20. Robinson, Francis, Islam and Muslim History in South Asia - New Delhi : O.U.P., 2000.

21. Roy, Parimal Kumar. The Indian Family : Change and Persistence . - New Delhi : Gyan Publishing Co, 2000.

22. Graca, Machel. The Impact of War on Children : A Review of Progress since the 1996 United Nations Report on the Impact of Armed Conflict on Children - New Delhi : Orient Longmans, 2001.

23. Bhasin, Kamala. What is Patriarchy ? - New Delhi : Kali for Women, 1993.

24. Sahgal, Nayantara. This Time of Morning : a Novel - New Delhi : kali for Women , 2000.

25. Singh, Rajendra. Social Movements Old and New : a Postmodernist Critique- New Delhi : Sage, 2001.